দান

ইউনিট ৭

ভূমিকা

দীযতী'তি দানং – যা দেওয়া হয় তা হচ্ছে দান। তবে কাউকে কিছু দিলেই তা দানের পর্যায়ে পড়ে না। দানের সাথে স্বত্ব ও স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে না। তা ছাড়া দান হচ্ছে সৎ চেতনা প্রসূত। অতএব অন্তরে দান চেতনা জাগ্রত রাখতে হয়। উপযুক্ত পাত্রে দান দিলেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। মানবজীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত উদার হয় ত্যাগ শক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে দুস্থ অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ, ও মোহ বিদূরিত হয়। দান স্বর্গের সোপান স্বরূপ। দান মানুষের দুঃখ ত্রাণকারীও বটে। তাই ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও সুখ লাভের আশায় মানুষ দান দেয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -৭.১ : দান পরিচিতি পাঠ -৭.২ : দাতার প্রকারভেদ পাঠ -৭.৩ : দানের গুরুত্ব পাঠ -৭.৪ : সংঘদান পাঠ -৭.৫ : অষ্টপরিষ্কার দান পাঠ -৭.৬ : কঠিনচীবর দান	মানবজীবনে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত উদার হয়, ত্যাগ শক্তি বৃদ্ধি পায়। দানের মাধ্যমে দুস্থ অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হয়। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং লোভ, দ্বেষ, ও মোহ বিদূরিত হয়। দান স্বর্গের সোপান স্বরূপ। দান মানুষের দুঃখ ত্রাণকারীও বটে।

পাঠ-৭.১ দান পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দানীয় বস্তুর উদাহরণ দিতে পারবেন।
- মানুষ কেন দান দেয় তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**স্বত্বত্যাগ, দশপ্রকার দানীয় বস্তু, দানপারমী, দানময় কুশলকর্ম, রাজা বেস্সান্তর, সৎচেতনা।**

প্রথমেই জানতে হবে দান কী? দান হচ্ছে কাউকে কিছু দেওয়া। বৌদ্ধ মতে যা দেওয়া হয় তাই দান। তবে দানের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য থাকা কিংবা প্রতিদান পাওয়ার আশা থাকা উচিৎ নয়। দানের সাথে স্বত্বত্যাগ বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত। নিঃস্বার্থভাবে যা দেওয়া যায় বা ত্যাগ করা হয় তাই দান। তবে সব বস্তু দানের যোগ্য নয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে দানের যোগ্য বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে। পালি গাথায় দশ রকম দানীয় বস্তুর কথা উল্লেখ আছে। যেমন–

অন্নং পানং বত্থং যানং
মালা গন্ধ বিলেপনং
সেয্যা পদীপেয্য
দানবত্থু ইমে দসা।

পদ্যানুবাদ

অন্ন, জল, বস্ত্র, যান, মাল্য গন্ধ আর
বিলেপন, শয্যা, গৃহ, দীপদান সার।
এই দশ দানবস্তু শাস্ত্রের বচন,
প্রদানিবে দাতাগণ সুখের কারণ।

দশ প্রকার দানীয় বস্তু অন্ন বা খাদ্য, জল বা পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন, শয্যাগৃহ, গৃহপ্রদীপ উত্তম দানীয় বস্তু। উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি পরিভোগ করলে যেমন দেহের রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয়, তেমনি উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি দান করলে সুন্দর সুগঠন দেহ লাভ হয়। এজন্য দশপারমীর মধ্যেও দানপারমী সর্বাগ্রে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সংঘদান, বস্ত্রদান, পুষ্পাদি সুন্দর বস্তু দান ইত্যাদি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করা যায়। এজন্য বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক নর-নারীর ইহ-পরকালের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য দানময় কুশলকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য। কারণ অতীত দানের ফল না থাকলে ইহজীবনে ধনশালী হওয়া যায় না এবং বর্তমান জীবনে দান না করলে ভাবীজীবনে সুখের আশা করা যায় না। সুতরাং অন্তরে সৎচেতনা জাগ্রত রেখে উপযুক্ত পাত্রে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করাই উত্তম দান।

আবার 'বেস্সান্তর জাতকে' দেখা যায়, রাজা বেস্সান্তর নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সব দান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করে দশ পারমী পূর্ণ করেছিলেন। অন্য জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব নিজের শরীর এবং চক্ষুও দান করেছিলেন। কুণাল জাতকে পঞ্চপাপা নামে এক রমণী শ্রামণকে এক থাল মাটি দান করেছিলেন। সে সব দানের ফলও সেই জাতকগুলোতে দেখা যায়। পুণ্যদানও এক রকম দান। দান চেতনা যার নেই সে কৃপণ। কৃপণ মানুষ সমাজে নিন্দার পাত্র। কোথাও তার সমাদর নেই। অন্যদিকে দান চেতনাসম্পন্ন মানুষ সমাজে প্রশংসার পাত্র। তাঁরা সকলের প্রিয়ভাজন হয়। দান দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক উপকার করা যায়।

যিনি নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন দানীয় জিনিষ দান করেন তিনি দাতা। আবার নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দিলেই তা দানের পর্যায়ে পড়ে না। মনের মধ্যে সৎ চেতনা রেখেই দান করতে হয়।

সারসংক্ষেপ :

যা অপরকে দেওয়া হয় তা হল 'দান'। বৌদ্ধধর্ম মতে অন্তরে সৎ চেতনা উৎপাদনের মাধ্যমে স্বত্ব ও স্বার্থত্যাগ করে কোন প্রয়োজনীয় বস্তু উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করাই হচ্ছে প্রকৃত দান। অন্ন, জল, বস্ত্র, মালা, সুগন্ধ দ্রব্য, বিলেপন, শয্যা, গৃহ এবং প্রদীপ বৌদ্ধধর্মে এ দশটি হল উত্তম দানীয় বস্তু। ইহ-পরকালের সুখের জন্য যথাশক্তি দানময় কুশলকর্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত-বিশুদ্ধি ঘটে। সকল প্রাণির প্রতি মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। দানের সময় অন্তরে সৎচেতনা বোধ থাকতে হয়। নতুবা দানের কোন সুফল হয় না। সৎচেতনা জাগ্রত করেই উপযুক্ত পাত্রে দান দিতে হয়। দানে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ববাসী উপকৃত হয়। এজন্য দানের ফল মহৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দানের সাথে কোন বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত?

ক. আত্মত্যাগ খ. স্বত্ত্বত্যাগ

গ. নিঃশ্বাসত্যাগ ঘ. আলস্যত্যাগ

২। প্রণবেশ ভিক্ষুদের দান করেছেন। তিনি মনে মনে ছেলের জন্য একটি চাকরি প্রত্যাশা করলেন। তার দানটি প্রকৃত দান নয় কেন? কারণ তিনি চেয়েছেন-

ক. প্রতিদান খ. লাভ

গ. অর্থ ঘ. বাসস্থান

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ক

পাঠ-৭.২ দাতার প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দাতা কাকে বলে জানতে পারবেন।
- চিত্তসম্পত্তি কী বর্ণনা পারবেন।
- বিভিন্ন দাতার প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- দানপতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**দাতা, বস্তু সম্পত্তি, চিত্ত সম্পত্তি, প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি, কুশল চেতনা, দানদাস, দানসহায়, দানপতি।**

যাঁরা বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে, ভিক্ষুগণকে অন্ন, বস্ত্র (চীবর), বাসস্থান, বিহার ও ঔষধ পথ্যাদি চতুর্প্রত্যয় দান দিয়ে বুদ্ধশাসনকে রক্ষা করেন, বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁরা 'দাতা' নামে পরিচিত হন। দাতা হবেন শীলবনে, চরিত্রবান। সদ্‌জীবিকার মাধ্যমেই দাতাকে দান করতে হয়। শুধু বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণের দ্বারা কেউ প্রকৃত দাতা বা দায়ক হওয়ার অধিকারী হয় না। প্রকৃত দাতা হতে হলে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তাহলেই তিনি প্রকৃত দাতা হতে পারেন। তিনটি বিষয় হচ্ছে :

১. বস্তু সম্পত্তি
২. চিত্ত সম্পত্তি
৩. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি

১. বস্তু সম্পত্তিঃ দানীয় বস্তুর ব্যাপারে সঠিক বিচার ও প্রকৃত বিশ্লেষণই হল বস্তু সম্পত্তি। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু দান করলে দাতা সুফল লাভে সক্ষম হয়। অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা দানের ফল ভাল হয় না। আবার অকুশল চিত্তে দান করলেও ফল ভাল হয় না। একে মিশ্রদান বলে। এর আরেক নাম হীনদান। প্রসন্নচিত্তে দান করলে দানের ফল ভাল হয়।

২. চিত্তসম্পত্তিঃ মনের মধ্যে কুশল চেতনা উৎপন্ন করে দান দেওয়া উচিৎ। এ কুশল চেতনা উৎপন্ন করাকে চিত্তসম্পত্তি বলে। এ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি'। অর্থাৎ (হে ভিক্ষুগণ) 'চেতনা থেকে উৎপন্ন সৎ কাজকেই আমি কর্ম বলেছি'। এজন্য দানের আগে, দান করার সময় ও দান দেওয়ার পর অন্তরে কুশল চেতনা জাগ্রত করতে হয়। তবেই দানের সুফল বৃদ্ধি পায়। লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হয়ে দান দিতে হয়।

৩. প্রতি গ্রাহক সম্পত্তিঃ শীলবানকে দান করলেই অপরিসীম দানের সুফল পাওয়া যায়। সচ্চরিত্রের অধিকারী শীলবান গ্রহীতার উপর দানের সুফল নির্ভর করে। এরকম শীলবান গ্রহীতা নির্বাচন করে দান করাই হচ্ছে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

দাতার মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের দাতা আছে। বৌদ্ধধর্মে দাতাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিন রকম দাতা হচ্ছে–

১. দানদাস
২. দানসহায়
৩. দানপতি

১.দানদাস: যে দাতা নিজে যেমন খাদ্যভোজ্য গ্রহণ করেন সেরূপ না করে তার চেয়ে খারাপ খাবার দান করেন তাকে 'দানদাস' বলে।

২. দানসহায়: যে দাতা নিজে যেমন খাদ্যভোজ্য গ্রহণ করেন অপরকেও সেরূপ দেন বলে তাকে 'দানসমহায়' বলে।

৩. দানপতি: যে দাতা নিজে কোনমতে জীবনযাপন করেন অথচ উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন অন্যকে। তাই তাঁকে দানপতি বলে। বৌদ্ধরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দান করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ :

যারা বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে ভিক্ষুসংঘকে চতুর্প্রত্যয় দান দেন তাঁদেরকে 'দাতা' বলা হয়। প্রকৃত দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। যথা : বস্তু সম্পত্তি, চিত্তসম্পত্তি ও প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি। দানীয় বস্তুর ব্যাপারে সঠিক বিচার ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এতে দাতা সুফল লাভে সক্ষম হয়। প্রসন্নচিত্তে দান দিলে দানের ফল ভাল হয়। মনের মধ্যে কুশল বা সৎচেতনা উৎপন্ন করতে হয়। শীলবান গ্রহিতা নির্বাচন করে দান করাই হচ্ছে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি। বৌদ্ধধর্মে দাতাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : দানদাস, দানসহায় ও দানপতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনো গৃহী ভিক্ষুসংঘকে চর্তুপ্রত্যয় দান করলে কী হওয়া যায়?

ক. নায়ক খ. দায়ক

গ. গায়ক ঘ. পাচক

২। দাতাকে ভাগ করা যায়–

i. দুইভাগে ii.তিনভাগে

iii. চার ভাগে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i. খ. ii.

গ. iii. ঘ. i. ও iii.

উত্তরমালা : ১. খ, ২. খ

পাঠ-৭.৩ দানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পুর্ণ্যানুমোদন কী বলতে পারবেন।
- দানের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল হয় তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**চিত্তবিশুদ্ধি, মোহমুক্তি, ত্রাণস্বরূপ, পুণ্যানুমোদন।**

শীলবান গ্রহীতাদিগকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলে। শীলবানের ক্ষেত্রে যে দান দেওয়া, তার ফল অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। তদ্বেতু বুদ্ধ বলেছেন- 'বিচেয্য দানং দাতব্বং, যত্থ দিন্নং মহাপ্ফলং হোতি'। যেখানে দান দিলে মহাফল হয়, স্বেরূপ ক্ষেত্রে দান দেওয়া উচিত। দান মুক্তি মার্গের প্রথম সোপান। দান মানবের ত্রাণস্বরূপ। যে দানে বস্তুসম্পত্তি, চিত্তসম্পত্তি, প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকবে, সেই দানই মহাফলপ্রদ। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দান একটি মহৎ কাজ। দানের দ্বারা মানুষের চিত্তবিশুদ্ধ হয় এবং মোহমুক্তি ঘটে। দানচিত্ত প্রসন্নতার সৃষ্টি করে। ফলে মানুষের মনে সৎ কাজ করার উৎসাহ জাগে। দানের চেতনা মানুষকে গরীব ও পঙ্গু লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে প্রেরণা জাগায়। আর্ত মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের যে কোন দুর্যোগে দুর্গত মানুষকে দান করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এতে মানুষে মানুষে গড়ে উঠে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

বৌদ্ধধর্মে চার প্রকার অপায় বা নরকের কথা উল্লেখ আছে। মন্দ কাজের কুফল হেতু মানুষ মৃত্যুর পর এই চার অপায়ে জন্ম নেয়। ভোগ করে অশেষ দুঃখ ক্লেশ। সৎচেতনা প্রসূত উত্তম দান দিয়ে সেই অপায়বাসীদেরও আমরা দুঃখক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারি। একে আমরা পুণ্যানুমোদন বলি। দানচেতনা যার নেই সে 'সৎ লোক' বলে বিবেচিত হয় না। তাকে সবাই কৃপণ বলে জানে। কৃপণলোক সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে শীলবান দাতা সকলের প্রিয়ভাজন হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাই দান করার প্রতি সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং কঠিনচীবর দানেরও গুরুত্ব রয়েছে। সংঘদান বিশেষ করে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে করতে হয়।

সারসংক্ষেপ :

নিঃস্বার্থভাবে যা দেওয়া হয় তাই দান। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দানের দ্বারা মানুষের চিত্তবিশুদ্ধি হয় এবং মোহমুক্তি ঘটে। আর্তমানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। দান মুক্তিমার্গের প্রথম সোপান। দান মানুষের ত্রাণস্বরূপ। পুণ্যদানও একরকম দান। আর্ত-মানবতা সেবার জন্য দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দানচেতনা যার নেই সে কৃপণ। কৃপণ ব্যক্তি সমাজে নিন্দার পাত্র। কোথাও তার সমাদর নেই। অন্যদিকে, দানচেতনাসম্পন্ন মানুষ সমাজে প্রশংসার পাত্র। তারা সকলের প্রিয়ভাজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দানের চেতনা মানুষকে গরীব ও পঙ্গু লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে প্রেরণা জাগায়। দীপক বড়ুয়া গরীব ও পঙ্গু লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে তার প্রাপ্তির আশাও কম ছিল না। কারণ তিনি চেয়েছেন–

ক. মোহমুক্তি খ. ভোগসম্পত্তি

গ. মর্যাদা ঘ. আত্মশক্তি

২. দানচিত্তে দান করলে সৃষ্টি করে–

ক. অলসতা খ. নিরর্থকথা

গ. প্রসন্নতা ঘ. অপ্রসন্নতা

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ

পাঠ-৭.৪ সংঘদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংঘদান কী তা লিখতে পারবেন।
- সংঘদানের নিয়ম তুলে ধরতে পারবেন।
- সংঘদানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংঘদানের ফলাফল জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সপরিক্খারং, ভিক্খুসংঘস্স, সংঘক্ষেত্র, পুণ্যক্ষেত্র, পরলোকগত জ্ঞাতির উদ্দেশ্যে, লক্ষকল্প, আর্যসংঘ।**

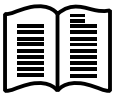

সংঘদান অর্থাৎ সংঘকে দান করা। কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুকেই সংঘ বলে। কোন ব্যক্তিকে দান করার চেয়ে সংঘদান করাই সর্বোত্তম।

সংঘদানের বিধি

সংঘদান একটি মহৎকর্ম। এই দান ভিক্ষুসংঘকে আহবান করেই সম্পাদন করতে হয়। ভিক্ষু, শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যে কোন সময় সংঘদান করতে ইচ্ছা উৎপন্ন হলে, কমপক্ষে চারজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে একস্থানে সমবেত করতে হয়। সংঘদানের যাবতীয় দ্রব্য সংঘদানের চেতনায় প্রফুল্লচিত্তে সংগ্রহ করতে হয়। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হলে, সংঘের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বা সংগৃহীত যাবতীয় খাদ্য-ভোজ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের সম্মুখে সুন্দররূপে সাজিয়ে দিতে হয়। তারপর উপস্থিত সকলে শান্তভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা ও ভিক্ষু বন্দনা করার পর ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। এর পর বলতে হয়– "ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেমা, পূজেমা"। এটি সংঘদানের মন্ত্র। এই বাক্যটি তিনবার বললে "সংঘদান" সম্পন্ন হয়ে যায়। এই মন্ত্র আবৃত্তি শেষ হলে ভিক্ষু সংঘ পরিবারের এবং মৃত জ্ঞাতিগণের মঙ্গল কামনায় সূত্র আবৃত্তি এবং ধর্মদেশনা করেন। সূত্রপাঠ এবং ধর্মদেশনা শেষ হলে সকলে সাধু সাধু সাধু বলে সাধুবাদ দিয়ে বন্দনা করেন। তারপর উত্তম খাদ্যভোজ্য, পানীয় ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করার ব্যবস্থা করা হয়। ভোজন শেষে আমন্ত্রিত ভিক্ষুসংঘ দানীয় সামগ্রী নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সংঘের প্রতি যাঁর অবিচল শ্রদ্ধা আছে, তাঁর দানই বিশেষভাবে সুফল হয়। সংঘক্ষেত্র কখনই দুঃশীল হতে পারে না। এজন্য বুদ্ধ প্রশংসিত "শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র" হলো সংঘ।সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে দান করতে পারলে দাতা অতিশয় মহত্তর ফল লাভ করতে পারেন।

পরলোকগত জ্ঞাতি প্রেতগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ সর্বদাই সংঘদান করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাই শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে সংঘদান করতে দেখা যায়। ।

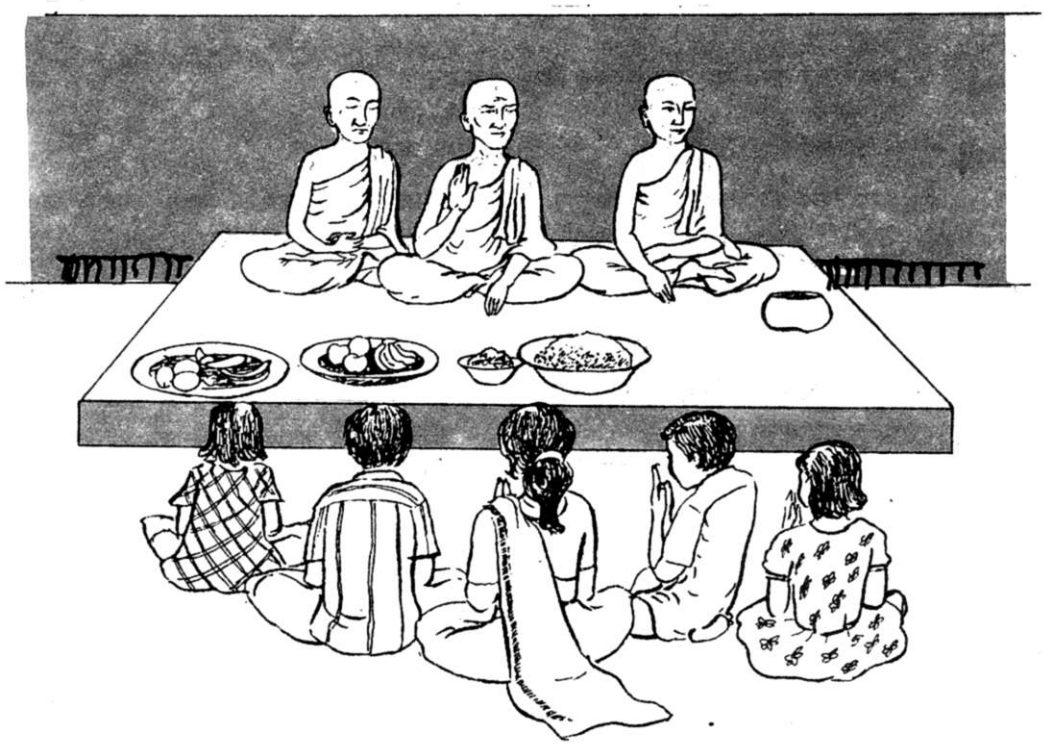

ভিক্ষুসংঘকে প্রদত্ত সংঘদান

সংঘদানের ফলঃ সংঘদানের ফল অনন্ত। লক্ষকল্প অতীত হলেও সংঘদানের ফল ভোগ করে শেষ করতে পারে না। এটি উত্তম দানকর্ম। এ কারণে মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ স্বীয় বিমাতা মহাপ্রজাপ্রতি গৌতমীকে সংঘক্ষেত্রেই দান দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন সংঘ বলতে সারিপুত্র প্রমুখ আর্যসংঘ হতে বর্তমান ভিক্ষুসংঘ পর্যন্ত বোঝায়। সুতরাং সংঘক্ষেত্র দুঃশীল হতে পারে না। এজন্য সংঘদানের ফল অতিশয় মহত্তর ও অক্ষুন্ন হয়। এই দানের ফল সম্পর্কে বুদ্ধ একটি গাথায় বলেছেন;

পঠবী সাগরো মেরু খযং যন্তি যুগে যুগে,
কপ্পানি সত সহস্সানি সংঘে দিন্নং ন নস্সতি।

অর্থাৎ পৃথিবী, সাগর, মেরু যুগে যুগে ক্ষয় হতে পারে । কিন্তু সংঘদানের ফল শত সহস্র কল্পেও বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ সংঘদানের ফল অপ্রমেয়।

সারসংক্ষেপ :

সংঘদানের অর্থ হচ্ছে সংঘকে দান করা। অর্থাৎ ভিক্ষু সংঘকে দান দেওয়াকে বলা সংঘদান। সংঘদানে ন্যূনতম চারজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে এক স্থানে সমবেত করতে হয়। উত্তম দানীয় বস্তু এবং উপাদেয় খাদ্যভোজ্য, লেহ্য, নেয়া, পানীয় ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে সংঘদান সম্পাদিত হয়। বুদ্ধ সংঘদানের ফল অপরিমেয় বলে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেমা, পূজেমা'।- সংঘদান করার সময় এই বাক্যটি কমপক্ষে কয়বার উচ্চারণ করতে হয়?

ক. দুইবার খ. তিনবার

গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

২। বুদ্ধ সংঘদান করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন–

i. কৃশা গৌতমীকে ii.বাসবক্ষত্রিয়াকে

iii.মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i. খ. i. ও ii.

গ. ii. ঘ. iii.

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ঘ

পাঠ-৭.৫ অষ্টপরিষ্কার দান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অষ্টপরিষ্কার দান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অষ্টপরিষ্কার দানের বস্তু কী কী তা জানতে পারবেন।
- অষ্টপরিষ্কার দানের ফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অষ্টপরিষ্কার দান মন্ত্রটি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অষ্টবিধ বস্তু, উত্তরাসঙ্গ, অর্ন্তবাস, কটিবন্ধনী, অষ্ট উপকরণ, মহালতা অলংকার, মহাপুণ্যফল।

প্রথমে জানা দরকার অষ্টপরিষ্কার কী? ভিক্ষু শ্রামণদের প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ বস্তুকে 'অষ্টপরিষ্কার' বলা হয়। যথা- ১. সংঘাটি ২. উত্তরাসঙ্গ ৩. অন্তর্বাস ৪. পাত্র ৫. ক্ষুর ৬. সূচ-সুতা ৭. কটিবন্ধনী ৮. জল ছাঁকনি। ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে এরূপ আটটি বস্তু দানকে অষ্টপরিষ্কার দান বলে। যে কোন ব্যক্তি জন্মান্তরে বুদ্ধের নিকট ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে জীবনে অন্ততঃ একবার হলেও উক্ত অষ্ট উপকরণ দান করা একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম

যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এ দান করতে পারেন। এ অষ্টপরিষ্কার দান কোন বিহারে এবং বাড়িতেও করা যায়।
ভিক্ষুসংঘের ব্যবহার্য আটটি উপকরণ সংগ্রহ করে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়। এরপর ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে অষ্টপরিষ্কারসহ বিভিন্ন রকমের দানীয় সামগ্রী নিয়ে এবং খাদ্য সামগ্রী থালায় সাজিয়ে রাখতে হয়। পরিবারের সকলেই আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপবেশন করে ভিক্ষুর মুখে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা, ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করে অষ্টপরিষ্কার দানের মন্ত্রটি তিনবার আবৃত্তি করতে হয়।

অষ্টপরিষ্কার দানের মন্ত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দানং দেম। দুতিযম্পি.....ততিযম্পি.....। এর বাংলা হচ্ছে- প্রয়োজনীয় আটটি উপকরণসহ এ খাদ্য সামগ্রী ভিক্ষুসংঘকে দান করছি। দ্বিতীয়বারও.....তৃতীয়বারও.....।

অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল

অষ্টপরিষ্কার দান অতি উত্তম দান। এই দানের মাধ্যমে দায়ক-দায়িকারা মহাপুণ্যফল লাভ করেন। অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল–
যে শ্রদ্ধাবান দায়ক বা দায়িকা প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষুসংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান দেন তিনি জন্ম জন্মান্তরে ধনশালী, বলশালী ও রূপমণ্ডিত হন। এ ছাড়া এই দানের ফলে দায়ক-দায়িকাগণ জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানী, ধনী, বিচক্ষণ, বহুশাস্ত্রবিদ, নিরোগ, নির্ভীক এবং দীর্ঘজীবি হন। তিনি কখনো অভাবগ্রস্থ হন না।
লোকনাথবুদ্ধের সময় গৌতম বোধিসত্ত্ব উত্তরীয় নামক নগরে সুরুচি ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল সুরুচি ব্রাহ্মণ। তিনি দেবরাজ নির্মিত দানশালায় সপ্তাহকাল ব্যাপী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অষ্টপরিষ্কার দান দিয়েছিলেন। সুমঙ্গল বুদ্ধ সেই মহাদানের পুণ্যফল বর্ণনা প্রসঙ্গে চব্বিশটি গাথা ভাষণ করেন। এখানে একটি গাথা উদ্ধৃত করা হল ঃ

তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি সুচি কাযবন্ধনং,
পরিসাবঞ্চ দেতি দাযকো তুট্ঠমানসো;
যুত্তযোগেন সাসনে এবং হি দাতব্বং সদা।

সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তবাস, লৌহ বা মৃন্ময় পাত্র, ক্ষুর বা চাকু, সূচ-সুতা, কটিবন্ধনী ও জল ছাঁকুনী গামছা– এ অষ্টবিধ পরিষ্কার যে কোন দায়ক তুষ্ট চিত্তে বুদ্ধ শাসনে শীলবান ভিক্ষুকে দান দেওয়া উচিত।
অষ্টপরিষ্কার দানের যেই আটটি বস্তু দান করা হয় তার ফলও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়।
যেমন-
১. সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস ভিক্ষুর পরিধানের এ তিনটি বস্তুকে 'ত্রিচীবর' বলে। এ ত্রিচীবর দান করলে দাতা জন্ম জন্মান্তরে কখনো বস্ত্রের অভাব ভোগ করেন না।
২. দাতা পিণ্ডপাত্র দান করলে জন্মে জন্মে বিত্তশালী হন।
৩. ক্ষুরদানের ফলে দাতা সব সময় প্রজ্ঞাবান হয়ে জন্ম নেন।
৪. সুঁচ-সুতা দান করলে দাতা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হন।
৫. কটিবন্ধনী দানের ফলে দাতা দীর্ঘায়ু লাভ করেন।
৬. জল ছাঁকনি দান করে দাতা নির্ভীক, নিরোগ এবং সুন্দর দেহের অধিকারী হন।
এজন্য একের অধিক সম্ভব না হলেও জীবনে একবার হলেও বৌদ্ধ নর-নারীদের অষ্টপরিষ্কার দান করা উচিত।

সারসংক্ষেপ :

ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ বস্তু দান করাকে 'অষ্টপরিষ্কার' দান বলা হয়। অষ্টপরিষ্কার হচ্ছে– ১. সংঘাটি ২. উত্তরাসঙ্গ ৩. অন্তর্বাস ৪. পাত্র ৫. ক্ষুর ৬. সূচ-সুতা ৭. কটিবন্ধনী ৮. জল ছাঁকনি। সংঘদানের মত যে কোন সময় পাঁচজন কিংবা ততোধিক ভিক্ষুকে উক্ত আটটি দানীয় উপকরণ ও খাদ্যভোজ্য, পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে বাড়িতে অথবা বিহারে অষ্টপরিষ্কার দান করা যায়। অষ্টপরিস্কার দান বছরের যে কোন সময় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অষ্টপরিষ্কার দানের মন্ত্রটি কয়বার উচ্চারণ করতে হয়?
ক. দুইবার খ. চারবার
গ. তিনবার ঘ. পাঁচবার

২. ভিক্ষু-শ্রমণদের প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ বস্তুকে অষ্টপরিষ্কার বলা হয়। তন্মধ্যে ত্রিচীবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিচীবর হচ্ছে–
i.সংঘাটি ii.উত্তরাসঙ্গ
iii.অন্তর্বাস iv পাত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i. খ. i. ও ii.
গ. i, ii, iii. ঘ. i ও iii

উত্তরমালা : ১. গ, ২. গ

পাঠ-৭.৬ কঠিনচীবর দান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কঠিনচীবর দান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এ দান কখন করতে হয় তা বলতে পারবেন।
- কঠিনচীবর দানের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**কঠিনচীবর, ত্রিচীবর, সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, বহির্বাস, জ্ঞাতিসম্মেলন, দানোৎসব, ত্রৈমাসিক, বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান।**

কঠিনচীবর দান

ভিক্ষুগণ তিনমান বর্ষাবাস যাপন করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনীপূর্ণিমা ভিক্ষুগণ তৈমাসিক বর্ষাব্রেত অধিষ্ঠান গ্রহণ করেন। ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান গ্রহণকারী ভিক্ষুরাই এই কঠিনচীবর দান গ্রহণ করতে পারেন। পূজনীয় ভিক্ষুসংঘরা ত্রিচীবর পরিধান করেন। এখানে ত্রিচীবর হল ক. সংঘাটি, খ. উত্তরাসংঘ এবং বহির্বাস। বছরের নির্দষ্ট সময়ে কঠিনচীবর দান করা যায়। অন্য সময়ে তা কখনো করা যায় না। কঠিনচীবর দান-এর মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্মেলনও হয়।

কঠিনচীবর উদ্‌যাপন

কঠিনচীবর দান কী? কঠিনচীবর দান বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। অন্য সব রকমের দনোৎসব বছরের যে কোন সময় করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবরদান বৎসরে একবার মাত্র করতে পারে। তাও আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরের দিন প্রতিপদের অরুণোদয় থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা অবসানের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই পূর্ণ একমাসই হল 'কঠিন চীবর' দানের একমাত্র উপযুক্ত সময়। ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন একটি চীবর দিয়ে এ কঠিন চীবর দান করা যায়। ত্রিচীবরের যে কোন একটি চীবর কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে এনে "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্‌খুসংঘস্‌স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং"। অর্থাৎ এ চীবর কঠিনে পরিণত করার জন্য ভিক্ষুসংঘকে দান করছি বলে সংঘের হাতে চীবরটি দান করতে হয়। উল্লেখ্য, যে বিহারে কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেননি সে বৎসর সে বিহারে কঠিনচীবর দান হতে পারে না।

কঠিনচীবর দান পদ্ধতি

কঠিনচীবর দান বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায়।

প্রথম পদ্ধতি : যেদিন কঠিন চীবর দান করা হবে, সেদিনের অরুণোদয় থেকে তারপরের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সূতাকাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বুনা, সেলাই করা, রং করা ইত্যাদি চীবর প্রস্তুতের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে দান করলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পুণ্য অধিকতর লাভ হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ত্রিচীবরের যে কোন একটির মত শ্বেতবস্ত্রে চীবর সেলাই ও রং করে দান দিতে হয়। এতে প্রথমোক্ত কঠিন চীবর প্রস্তুতির চেয়ে পরিশ্রম কম হয় বিধায় কায়িকাদি পুণ্য কম হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি : পূর্বের সেলাই করা ও রং করা চীবর দিয়েও কঠিনচীবর দান দেওয়া হয়। এতে চীবর নির্মাণ জনিত কায়িক পরিশ্রম হয় না বলেই কায়িকাদি ত্রিবিধ দ্বারে পুণ্যলাভ করা যায় না।

চতুর্থ পদ্ধতি : সেলাই না করেও শ্বেতবস্ত্র কঠিনচীবরের উদ্দেশ্যে দান করা যায়। তবে সেই শ্বেতবস্ত্রটি চীবরে পরিণত করে পরদিনের অরুণোদয়ের পূর্বেই কঠিন চীবর করে নিতে হয়। অনেক জায়গায় এভাবেও দান করা যায়। এতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অতিরিক্ত পুণ্য হয় না।

এ সকল নানা পদ্ধতি অবলম্বনে বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাগণ প্রতি বৎসর প্রত্যেক বিহারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান দিয়ে থাকেন।

কঠিনচীবর দানের সুফল

কঠিনচীবর দানের সুফল অপরসীম। কারণ, এ দান একটি নির্দিষ্ট কালসীমায় আবদ্ধ। বস্তুদানের মধ্যে কঠিন চীবর দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অন্যান্য দান যে কোন সময় করা যায় কিন্তু কঠিন চীবর দান বছরে একবার মাত্র করা যায়। তাও যদি কোন ভিক্ষু বিহারে ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস যাপন করেন তাহলে নতুবা নয়।। বর্ষাবাস ভঙ্গ করলেও কঠিনচীবর দান করা যায় না। কঠিনচীবর দানের পাঁচটি সুফল পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১. অন্যান্য দানীয় বস্তু একশত বৎসর দান করলেও সেই পুণ্যাংশ কঠিনচীবর দানজনিত পুণ্যের ষোলভাগের একভাগ সমানও হয় না।

২. অষ্টপরিষ্কার শত বৎসর দান করলেও সেই পুণ্যাংশ কঠিনচীবর দান জনিত পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না।

৩. কোন ব্যক্তির স্বর্গের বৈজয়ন্তধামতুল্য স্বর্গ-রৌপ্যাদি রত্নখচিত চুরাশি হাজার সুরম্যবিহার নির্মাণ করে চারদিকের অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেও সেই দানের পুণ্যাংশ একটি কঠিনচীবর দানের পুণ্যাংশের ষোলভাগের একভাগও হয় না।

৪. সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বুদ্ধের মহাশ্রাবকগণ কঠিনচীবর দানের ফল লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৫. স্ত্রী বা পুরুষ কঠিনচীবর দান করে জন্ম-জন্মান্তরে পুরুষ জন্ম লাভ করেন।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধ জগতে কঠিনচীবর দান সুপরিচিত। অন্য সব রকমের দান বৎসরের যে কোন সময় করা যায়। কিন্তু কঠিনচীবর দান বৎসরে একবার মাত্র করা যায়। তাও একটি নির্দিষ্ট সময়ে। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরের দিন প্রতিপদে অরুণোদয় থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার অবসানের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই একমাসই হল "কঠিনচীবর" দানের উপযুক্ত সময়। ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন একটি চীবর দিয়ে এ কঠিনচীবর দান করা যায়। পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে বসে বলতে হয়– "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খুসংঘস্স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং" অর্থাৎ এই কঠিনচীবর ভিক্ষুসংঘকে দিচ্ছি, কঠিনচীবর যেন অর্থযুক্ত হয়। কঠিনচীবর দানের সুফল অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কঠিনচীবর দান দিতে হলে কমপক্ষে কয়জন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়?

ক. তিনজন খ. পাঁচজন

গ. একজন গ. দুইজন

২. কঠিনচীবর দান দিতে হয়–

i. শ্রদ্ধাচিত্তে ii.বিপাকচিত্তে

iii. ধ্যানচিত্তে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বৌদ্ধধর্মে সংঘদানের গুরুত্ব অপরসীম। সংঘদানের যাবতীয় দ্রব্য প্রফুল্ল চিত্তে সংগ্রহ করতে হয়। ভিক্ষুর সম্মুখে খাদ্য ভোজ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। সংঘদান গৃহেও করা যায়। তাতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করা যায়। দানাদি কাজ সম্পাদন ও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পারস্পারিক সহায়তা, সহযোগিতা ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সংঘদানে 'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসংঘস্স দেম, পূজেম' ।-এ বাক্যটি তিনবার বলতে হয়।

ক. সংঘদান কাকে বলে?
খ. সংঘদান কেন করা হয়?
গ. উদ্দীপকের আলোকে সংঘদান কিভাবে করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সংঘদান দেওয়ার পালি বাক্যটি অনুবাদসহ উল্লেখ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

মায়া বড়ুয়া একদিন একটি চীবর হাতে করে বিহারে গেলেন। দিনটি ছিল কঠিন চীবর দানের দিন। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পরদিন সকাল সূর্য ওঠা পর্যন্ত কঠিন চীবর দানের মাস। যে বিহারে কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করেন সেই বিহারেই শুধু কঠিন চীবর দান করা যায়। ঐদিন সকালে বিহারে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানও করা হয়। তিনি জনসমাবেশে চীবরটি ভিক্ষুসংঘের হাতে দিয়ে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তিনি শ্রদ্ধাচিত্তে প্রার্থনা করলেন, এ পুণ্য লাভ করে জন্ম জন্মান্তরে যেন স্বর্গ সুখের অধিকারী হন। এছাড়া এ দানের ফলে তিনি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশাও করতে পারেন। তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

ক. কঠিন চীবর দান কখন করতে হয়?
খ. অষ্টপরিষ্কার কি কি?
গ. মায়া বড়ুয়া বিহারে গিয়ে কিভাবে চীবর দান করলেন?
ঘ. কী প্রত্যাশায় মায়া বড়ুয়া কঠিন চীর দান করেন?